৫৫

তারিখ ... 06 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 2 ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

শিবিরের সাথে বন্দুকযুদ্ধের পর চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের ২৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার ॥ আহত ৪০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ সোমবার দুপুরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবির কর্মীদের মধ্যে এক ঘণ্টাব্যাপী বন্দুক যুদ্ধে ৪ জন গুলিবিদ্ধসহ ৪০ ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও গুলিবর্ষণ করতে হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি শাহজাহান চৌধুরীসহ ২৬ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেটে ব্যারিকেড দিলে হাটহাজারী-চট্টগ্রাম

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

শিবিরের সাথে

(প্রথম পাতার পর)

সড়কে প্রায় দেড় ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শেষে দুপুর সাড়ে ১২টার সময় ষ্টেশন সংলগ্ন রাস্তায় ভর্তি পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবির পাশাপাশি অবস্থান নেয়। শিবির কর্মীরা রাস্তার বিশাল অংশ জুড়ে অবস্থান নেয়। পাশাপাশি ছাত্রলীগের কর্মীরা অবস্থান নিয়ে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাতে থাকলে শিবির ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বাধা দেয়। জায়গার দখল নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি ও পরে হাতাহাতি শুরু হয়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ফাঁকা গুলিবর্ষণ এবং বেশ কয়েকটি বোমা ফাটিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এ সময় ছাত্রলীগ পাল্টা গুলিবর্ষণ করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে দুপুর একটার সময় ছাত্রলীগ একটি মিছিল বের করে। এ সময় পুলিশ ছাত্রলীগের মিছিলে লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাস শেল নিক্ষেপ করে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকসহ হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে।

পুলিশ ছাত্রলীগের মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করার পর ষ্টেশনে অবস্থানরত শহরমুখী শাটল ট্রেন লক্ষ্য করে কয়েকটি টিয়ার গ্যাস শেল নিক্ষেপ করা হয়। ট্রেনে টিয়ার শেল নিক্ষেপের পর ছাত্রছাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে এলোপাতাড়ি দৌড়াতে থাকে। এ সময় সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আটকা পড়ে যায়। সংঘর্ষ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ কলিম ও ২ জন ছাত্রীসহ প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে। গুরুতর আহতদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এছাড়া সংঘর্ষের সময় প্রায় ২০ জন সাধারণ ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে। পরে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি মোঃ শাহজাহান চৌধুরীসহ ২৬ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। কিন্তু পুলিশ মৌলবাদী জামায়াত-শিবিরের কোন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেনি। এ সময় ছাত্র শিবিরের ক্যাডারদের সাথে পুলিশ কর্মকর্তাদের চা পান করতে দেখা যায়। সংঘর্ষের ফলে শহর অভিমুখী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুপুরের শাটল ট্রেন ১ ঘণ্টা বিলম্বে ষ্টেশন ত্যাগ করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ১নং গেটে দুপুর ২টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ব্যারিকেড দিয়ে রাখে। ফলে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে যায়। এ সময় একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র একজন পুলিশ কর্মকর্তার গাড়িসহ ৬টি যানবাহন ভাংচুর করে। উল্লেখ্য, কিছুদিন পূর্বে মৌলবাদী জামায়াত-শিবির চক্র তাদের কথামত প্রশাসন না চালালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়ার হুমকি দেয়।

রাত ৯টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। হলে অবস্থানরত পরীক্ষার্থীরা চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। কিছু কিছু ছাত্রছাত্রীকে হল ত্যাগ করতে দেখা গেছে।